আসুন জানি করোনাভাইরাস সম্পর্কে

কোর্সের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থী জানতে পারবেন:

- করোনা ভাইরাস কী
- করোনা ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়
- কোভিড-১৯ এর লক্ষণসমূহ
- সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- হাত ধোয়া, কাশি শিষ্টাচার
- আক্রান্ত হলে বা সংস্পর্শে এলে করণীয়
- সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়
- আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিন কী
- কোভিড-১৯ এ মৃত ব্যক্তির কবর/সৎকার পদ্ধতি

করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়?

- মূলত ভাইরাসটি ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস থেকে উৎপন্ন প্রদাহ কণা (রেসপিরেটরি ড্রপলেট) এর মাধ্যমে যা হাঁচি বা কাশির সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্বে গিয়ে পড়ে।
- এই রেসপিরেটরি ড্রপলেট এর সংস্পর্শে আসলে যেমন আক্রান্ত ব্যক্তির ১ মিটার দূরত্বের কমে অবস্থান করলে বা ড্রপলেট ছড়িয়ে পড়া
- কোন ব্যবহার্য্য সামগ্রী (যেমন টেবিল, চেয়ার, দরজার হাতল ইত্যাদি) হাত দিয়ে ধরলে এবং খালি হাতে নাকে মুখে বা চোখে হাত দিলে ভাইরাসটি সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়?

- এই ভাইরাসটি মূলত মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়
- আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি, কফ-থুতুর মাধ্যমে
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সরাসরি সংস্পর্শে আসলে

আপনি বাইরে থেকে বাসায় আসলে কী করবেন

- পরিহিত জুতা বাইরে রাখা জুতার বাক্সে রাখুন
- বাসায় প্রবেশের সময় মানিব্যাগ, পার্স, মোবাইল, ঘড়ি, বেল্ট একটি বাক্সে দিন
- বাইরে থেকে কোন জিনিস নিয়ে আসলে তা ব্লিচিংযুক্ত পানি ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন
- বাসায় প্রবেশের পর কোন কিছু স্পর্শ করবেন না
- ফোন ও চশমা গরম সাবান পানি বা অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণু নাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন
- মাস্ক ও গ্লাভস সাবধানে খুলুন এবং ডাকনাযুক্ত বিনে ফেলুন এবং সাবান পানি দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিন
- পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করুন এবং ধুয়ার জন্য একটি ঝুড়িতে রাখুন
- গোসল করুন সম্ভব না হলে শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
- মনে রাখতে হবে এসব ধরণের সতর্কতার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা নয় ঝুঁকি কমানো

আপনার নিজের কোন লক্ষণ দেখা দিলে কী করবেন?

জ্বর, হাঁচি–কাশি, মাথাব্যাথা হলে–

- আইইডিসিআর এর হটলাইনে (১৬২৬৩) যোগাযোগ করুন ও আপনার অফিসে জানিয়ে দিন।
- পরিবারের অন্য সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে আপনি একা আলাদা একটি রুমে আলাদাভাবে অবস্থান করুন ও সবসময় মাস্ক পরিধান করুন
- জরুরি কাজ ব্যতিত বাড়ির বাইরে যাওয়া হতে বিরত থাকুন। জরুরি কাজে বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করুন।
- সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফিট) দূরত্ব বজায় রাখুন
- ব্যবহার করা কাপড়চোপড় ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং আসবাবপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করুন

আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে কী করবেন?

- সংস্পর্শে আসার দিন থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত আলাদা একটি কক্ষে অবস্থান করুন ও সবসময় মাস্ক পরিধান করুন
- জরুরি কাজ ব্যতিত বাড়ির বাইরে যাওয়া হতে বিরত থাকুন। জরুরি কাজে বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করুন
- সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফিট) দূরত্ব বজায় রাখুন
- এই ১৪ দিনের মধ্যে লাক্ষন দেখা দিলে এ হটলাইনে যোগাযোগ করুন
- ১৪ দিনের মধ্যে লক্ষণ দেখা না দিলে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফেরত যেতে পারবেন
- ব্যবহার করা কাপড়চোপড় ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং আসবাবপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করুন

কোয়ারেন্টাইন কী?

- করোনাভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পরই তার উপসর্গ দেখা দেয় না। অন্তত সপ্তাহখানেক সময় লাগে।
- তাই কোনও ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯।
- তিনি আক্রান্ত কিনা এটা নিশ্চিত হওয়া মাত্রই কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় রোগীকে।
- অন্য রোগীদের কথা ভেবে কোয়ারেন্টাইন কখনও হাসপাতালে আয়োজন করা হয় না।
- করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এমন ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। কমপক্ষে ১৪ দিনের সময়সীমা এখানেও।
- এই সময় রোগের আশঙ্কা থাকে শুধু, তাই কোনও রকম ওষুধপত্র দেওয়া হয় না। শুধু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়। বাইরে যাওয়া নিষেধ।
- বাড়ির লোকেদেরও এই সময় রোগীর সঙ্গে কম যোগাযোগ রাখতে বলা হয়।

হোম কোয়ারোন্টিন:

- বাড়িতে রেখে আইসোলেশন সম্ভব নয়। বরং একে হোম কোয়ারেন্টাইন বলাটা অনেক যুক্তিযুক্ত।
- কোনও ব্যক্তি যখন নিজের বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনের সব নিয়ম মেনে, বাইরের লোকজনের সঙ্গে ওঠা-বসা বন্ধ করে আলাদা থাকেন, তখন তাকে হোম কোয়ারেন্টাইন বলে।
- এক্ষেত্রেও ন্যূনতম ১৪ দিন ধরে আলাদা থাকার কথা।
- কোনও ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে, বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯। সেজন্য এই ব্যবস্থা নিতে হয়।

আইসোলেশন কী?

- কোনও ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়।
- আইসোলেশনের সময় চিকিৎসক ও নার্সদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে থাকতে হয় রোগীকে।
- অন্য রোগীদের কথা ভেবে হাসপাতালে আলাদা জায়গা তৈরি করা হয়। অন্তত ১৪ দিনের মেয়াদে আইসোলেশন চলে।
- অসুখের গতি-প্রকৃতি দেখে তা বাড়ানোও হয়।
- আইসোলেশনে থাকা রোগীর সঙ্গে বাইরের কারও যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না।
- তাদের পরিজনের সঙ্গেও এই সময় দেখা করতে দেওয়া হয় না।

For more details please visit the following links

- https://openwho.org/courses
- http://www.muktopaath.gov.bd/course-search?type=category&id=5&name=&page=1

করোনাভাইরাস কী?

করোনাভাইরাস (CoV) হচ্ছে ভাইরাসগুলির একটি বৃহৎ পরিবার যা সাধারণ সর্দি কাশি থেকে শুরু করে মারাত্মক অসুখ করতে পারে, করোনাভাইরাসের অনেকগুলো প্রজাতির মাঝে ৭টি প্রজাতি মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে যার মাঝে SARS-CoV-2 অন্যতম।

করোনাভাইরাসগুলি জুনোটিক, যার অর্থ তারা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করতে পারে।

COVID-19 নামক রোগ সৃষ্টিকারী SARS-CoV-2 করোনা ভাইরাস একটি নতুন প্রজাতি যা ইতিপূর্বে মানব শরীরে দেখা যায়নি। এটি একটি এনভেলপড, পজিটিভ সেন্স, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ ভাইরাস।

করোনাভাইরাস কী?

- করোনা ভাইরাস একটি জীবাণু যা মানুষের শরীরে জ্বর, কাশি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট (নিউমোনিয়া) তৈরী করে। এই রোগটি অতিরিক্ত সংক্রামক ও খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। শুধুমাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয় এবং হাসপাতালে নিতে হয়।
- যারা বয়স্ক ও শারীরিকভাবে দুর্বল, তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগ মারাত্মক হতে পারে।
- যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে প্রতিরোধ সম্ভব।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুই প্রকার: ১) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও ২) কাশির শিষ্টাচার
- **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা**
- সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার" ব্যবহার করে হাত পরিস্কার করা
- অপরিষ্কার হাত দিয়ে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ না করা

নিচের ধাপ অনুসরণ করে হাত ধুতে হবে–

- প্রথমে দুইহাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন
- এরপরে দুই হাতেই সাবান লাগিয়ে নিন
- একহাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালু ঘষুন
- এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের উল্টো পীঠ এবং আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঘষুন
- দুই তালু আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঘষুন
- এক হাত দিয়ে অন্য হাতের বৃদ্ধাঙ্গাগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষুন
- ডান হাতের সব আঙ্গুল একসাথে অপর হাতের তালুতে ঘষুন
- এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে একটি পরিষ্কার তোয়ালে বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছে ফেলুন

কখন কখন হাত ধুতে হবে

- নাক পরিষ্কার করা, হাঁচি বা কাশি দেয়ার পরে
- অসুস্থ কাউকে সেবা দেয়ার আগে ও পরে
- খাবার তৈরির আগে ও পরে
- খাবার খাওয়ার পূর্বে
- প্রতিবার টয়লেট ব্যবহার করার পরে
- হাতে দৃশ্যমান কোনো ময়লা থাকলে
- ময়লা-আবর্জনা ধরার পরে
- কোন প্রাণী হাত দিয়ে ধরলে বা প্রাণীর ময়লা পরিষ্কার করার পরে

কী দিয়ে হাত ধুতে হবে-

- সাবান-পানি হলো হাত ধোয়ার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়
- হাতের কাছে সাবান না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করা যাবে
- **কাশির শিষ্টাচার**
- হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই ভাঁজ করে নাক মুখ ঢেকে রাখুন
- ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত বিন এ ফেলুন
- যেখানে সেখানে থুতু/কফ ফেলার অভ্যাস পরিহার করুন।
- সর্দি/কাশি বা জ্বর এ আক্রান্ত হলে ডিসপোজেবল মাস্ক পরিধান করুন ।
- ব্যবহৃত মাস্ক প্রতি ৮ ঘন্টা পরপর বা হাঁচি-কাশি দেবার পর মাস্ক ভিজে গেলে পরিবর্তন করুন

- এছাড়া–
- জরুরি প্রয়োজন ব্যতিত ভ্রমণ পরিহার করুন
- জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভিড় এড়িয়ে চলুন বা জনসমাগম হয় এমন স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ ভ্রমণে বিরত থাকুন।

মাঠ কর্মীদের করণীয়

- কর্মস্থলে মানুষের ভিড় এড়িয়ে চলুন
- প্রত্যেক সেবাগ্রহনকারীর সাথে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।
- হাঁচি কাশি দেয়ার সময় টিস্যু দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক–মুখ ঢেকে রাখুন, ব্যবহার করা টিস্যু কোন ঢাকনা যুক্ত পাত্রে ফেলে দিন এবং হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
- হাঁচি–কাশি বা জ্বর আছে এমন ব্যক্তিদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফিট) দূরত্ব বজায় রাখুন
- হাঁচি–কাশি বা জ্বর আছে এমন ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।
- অপরিষ্কার হাতে চোখ–নাক–মুখ স্পর্শ করবেন না
- টাকা/ পয়সা হাত দিয়ে ধরার পরে সাবান–পানি দিয়ে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে ফেলুন
- হাঁচি–কাশির সময় পোশাকে কিছু লাগলে বাসায় ফিরে তা অবশ্যই ভাল করে ধুয়ে ফেলুন

মাস্ক কখন ব্যবহার করবেনঃ

- আপনি অসুস্থ হলে (সর্দি/কাশি/জ্বর/গলাব্যাথা/শ্বাসকস্ট) বা
- অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যাকারী হলে বা নিকটে অবস্থান করলে বা
- বিগত ১৪ দিনের মাঝে বিদেশে ভ্রমণ করলে বা বিদেশ থেকে দেশে ফিরলে বা
- বিগত ১৪ দিনের মাঝে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকলে বা
- স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হলে

মাস্ক কিভাবে ব্যবহার করবেনঃ

- মাস্ক দিয়ে নাক মুখ ভালোভাবে ঢেকে শক্ত করে বাধুন যেন মাস্ক ও মুখের মাঝে ফাঁকা স্থান সর্বনিম্ন থাকে।
- মাস্ক ব্যবহারের সময় হাত দিয়ে মাস্ক ধরা থেকে বিরত থাকুন।
- মাস্ক খোলার সময় মাস্ক এর সামনে হাত না দিয়ে পেছন থেকে খুলুন।
- মাস্ক খোলার পর পুর্বে বর্ণিত নিয়মে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- ব্যবহৃত মাস্কটি ঢাকনাযুক্ত বিনে ফেলে দিন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ব্যবহার করুন।
- প্রতিবার হাঁচি/কাশির পর মাস্কটি ফেলে দিন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ব্যবহার করুন।
- সার্জিক্যাল মাস্ক পাওয়া না গেলে পপলিন বা মোটা কাপড় দিয়ে সহজে মাস্ক বানিয়ে নিন

সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়:

- নিজে করোনাভাইরাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং রোগীদেরকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করা
- নিজের ঘরে এবং কর্মস্থলে সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- লক্ষনসমূহের ভিত্তিতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের শনাক্ত করা এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া
- জাতীয় সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমে শনাক্তরোগীদের রিপোর্ট জমা দেওয়া
- পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সুরক্ষামুলক পণ্যের মজুদ নিশ্চিত করা
- কাস্টমারদের ঘনঘন হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্বসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের গুরুত্ব বোঝানো
- করোনভাইরাসসহ অন্যান্য নিয়মিত স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অসুস্থতার জন্য এলাকায় সেবা চালিয়ে যাওয়া, এবং এজন্য যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা
- কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং বৃহদাকারে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা

করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ কবর/সৎকার (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ অনুযায়ি করণীয়)

- ১. যে বা যারা মৃতদেহটি নাড়াচাড়া করবেন তাদের অবশ্যই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনীয় পিপিই (গ্লাভস, মাস্ক, গগলস/শিল্ড, গাউন) পরে নিতে হবে।
- ২. মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ছিদ্রগুলো অথবা কাটা জায়গা (মুখ, নাক, পায়ুপথ, কান, ইনজেকশন পয়েন্ট ইত্যাদি) তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ বা কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ৩. সব ধরনের বাড়তি জিনিস যেমন; মাস্ক, অক্সিজেন, ক্যাথেটার, আইভি অথবা গহনাপত্র ইত্যাদি খুলে ফেলতে হবে। এগুলো খোলার পর যথাযথ গার্বেজ বা গহনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে সাবানপানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এসময়ে রোগীকে বারবার নাড়াচাড়া না করা ভালো।
- ৪. লাশকে একটি পরিষ্কার কাপড় বা পলিথিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং দাফনের আয়োজন করতে হবে।
- ৫. লাশ যারা দেখতে আসবেন, তারা কেউ লাশ ধরলে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে ফেলবেন।

করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ কবর/সৎকার (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ অনুযায়ি করণীয়)

- ৬. গোসল এবং দাফনের জন্য যাদের লাগবে তাদের জন্য দরকারি পিপিই (গ্লাভস, মাস্ক, শিল্ড ইত্যাদি) জোগাড় করে রাখতে হবে।
- ৭. যার যার সংস্কৃতি এবং রীতি অনুযায়ী শেষকৃত্য করার আয়োজন করতে হবে। পরিবার অথবা ধর্মীয় ব্যক্তি লাশ গোসল বা দাফনের কাজ করতে পারবেন। লাশের শরীর ভালোভাবে ধোয়া, চুল-নখ কাটা, শেভ করা ইত্যাদি যত্ন নিয়ে করতে হবে। যারা এগুলো করবেন, তারা চাইলে গাউন বা এপ্রোন পরে নিতে পারেন। তা না থাকলে নিজের স্বাভাবিক কাপড়-চোপড়ও থাকতে পারে। পরে তারা নিজেরা ভালো করে সাবান দিয়ে গোসল করে নেবেন ও নিজেদের কাপড়গুলো গরম পানিতে ৩০ মিনিট সেদ্ধ করে ধুয়ে নেবেন।
- ৮. লাশের পরনের কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে না ফেললেও চলে। ব্লিচ ব্যবহার বা কড়া সাবান দিয়ে গরম পানিতে আধাঘন্টা সেদ্ধ করে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে।
- ৯. লাশ বিছানা থেকে কবর পর্যন্ত নামিয়ে রাখতে যত কম সম্ভব মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাকিরা ১-২ মিটার দূর থেকে দেখবে পুরো প্রক্রিয়া। আত্মীয় ও দর্শকরাও নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখবেন।

লাশ নিয়ে যা যা করা যাবে না:

- ১. লাশের শরীরে জীবাণুনাশক দেবার দরকার নাই। লাশকে কোনো ব্যাগের ভেতরও ঢোকাবার দরকার নাই। তবে যদি শরীর থেকে অন্য কোনো কারণে অনেক তরল (রক্ত, পায়খানা) ক্রমাগত গড়িয়ে পড়পতে থাকে, তবে ব্যাগ লাগতে পারে।
- ২. লাশকে চুমু খাওয়া চলবে না। লাশের চারপাশে অনেক লোকের ভিড় করা যাবে না।
- ৩. লাশের দর্শনাথীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সিম্পটমসহ কেউ থাকবেন না। যদি নিতান্ত থাকতেই চান, তবে অবশ্যই তাকে মাস্ক পরতে হবে যাতে অন্য সবাইকে অথবা ওই স্থানে ভাইরাস না ছড়ায়।

লাশ নিয়ে যা যা করা যাবে নাঃ

- ৪. লাশ বহন করার জন্য কোনো বিশেষ গাড়ি লাগবে না। অন্য সময়ে যে গাড়ি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতেই চলবে।
- ৫. লাশের গোসল ও শেষকৃত্যের জন্য প্রস্তুত করতে বাচ্চা, অসুস্থ ও বয়স্কদের নিয়োজিত করা যাবে না। যদি কারো বয়স ৬০ বছরের বেশি হয় এবং ইমিউন সিস্টেমের দুর্বলতা থাকে, তিনি কোনোভাবেই লাশটি সরাসরি ছোঁবেন না।
- ৬. লাশ যেমন তেমন করে অযত্নে ফেলে রাখা বা কবর দেয়া যাবে না।